

ইবনুল ইনসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১১

(১)তিনি কোনো এক জায়গায় মোনাজাত করছিলেন। মোনাজাত শেষ হলে তাঁর কোনো এক হাওয়ারি তাঁকে বললেন, “হুজুর, হযরত ইয়াহিয়া আ. যেভাবে তার সাহাবীদেরকে মোনাজাত করতে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে আমাদেরও আপনি মোনাজাত করতে শেখান।”

(২)তিনি তাদের বললেন, “যখন তোমরা মোনাজাত করো, তখন বোলো- ‘হে আমাদের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান তোমারই। তোমার রাজ্য আসুক। (৩)আজকের খাবার আজ আমাদের দাও। (৪)আমাদের গুনাখাতা মাফ করো, কারণ যারা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় করেছে, আমরাও তাদের মাফ করেছি এবং আমাদের পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না।”

(৫)অতঃপর তিনি তাদের বললেন, “মনে করো, তোমাদের মধ্যে একজন মাঝরাতে তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বললো, ‘বন্ধু, আমাকে তিনটে রুটি ধার দাও। (৬)কারণ আমার এক বন্ধু এসেছে, তাকে খেতে দেবার মতো আমার কিছুই নেই।’ (৭)ঘরের ভেতর থেকে সে জবাব দিলো, ‘আমাকে বিরক্ত করো না। দরজা তলা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, আর আমার ছেলে-মেয়েরা বিছানায় আমার কাছে শুয়ে আছে। আমি উঠে তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না।’ (৮)আমি তোমাদের বলছি, সে যদি বন্ধু হিসেবে উঠে তাকে কিছু না-ও দেয়, তবুও তার নাছেড়বান্দা-স্বভাবের কারণে সে উঠবে এবং তার যা দরকার তা তাকে দেবে।

(৯)সুতরাং আমি তোমাদের বলছি, চাও, তোমাদের দেয়া হবে। খোঁজ করো, পাবে। কড়া নাড়ো, তোমাদের জন্য দরজা খোলা হবে। (১০)কারণ যারা চায়, তারা প্রত্যেকে পায়। যে খোঁজ করে, সে পায়। আর যে দরজায় কড়া নাড়ে, তার জন্য দরজা খোলা হয়।

(১১)তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, তোমার সম্মান মাছ চাইলে যে তাকে মাছের বদলে সাপ দেবে? (১২)অথবা ডিম চাইলে বিছা দেবে? (১৩)তাহলে তোমরা খারাপ হয়েও যদি তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভালো ভালো জিনিস দিতে জানো, তাহলে যারা প্রতিপালকের কাছে চায়, তিনি যে তাদের আল্লাহর রুহ দেবেন, এটি কতো না নিশ্চিত!”

(১৪)এ-সময় তিনি একটি বোবা ভূত ছাড়াছিলেন। ভূত চলে গেলে বোবা লোকটি কথা বলতে লাগলো এবং লোকেরা খুবই আশ্চর্য হলো। (১৫)কিন্তু তাদের কয়েকজন বললো, “ভূতের রাজা বেলসবুলের সাহায্যেই সে ভূত ছাড়ায়।” (১৬)অন্য লোকেরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বেহেস্ত থেকে একটি মোজেজা দেখানোর দাবি জানাতে থাকলো। (১৭)তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে তিনি বললেন, “যে-রাজ্য নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, সে-রাজ্য ধ্বংস হয়। এবং পরিবার নিজের মধ্যে ভাগ হলে পরিবার ভেঙে যায়। (১৮)শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তাহলে কেমন করে তার রাজ্য টিকবে? তোমরা বলছো, আমি বেলসবুলের সাহায্যে ভূত ছাড়াই। (১৯)আমি যদি বেলসবুলের সাহায্যেই ভূত ছাড়াই, তাহলে তোমাদের লোকেরা কার সাহায্যে ভূত ছাড়ায়? সুতরাং তারাই তোমাদের বিচার করবে। (২০)কিন্তু আমি যদি আল্লাহর ক্ষমতায় ভূত ছাড়াই, তাহলে আল্লাহর রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে।

(২১) একজন বলবান সবরকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন নিজের ঘর পাহারা দেয়, তখন তার জিনিসপত্র নিরাপদে থাকে। (২২) কিন্তু তার চেয়েও বলবান কেউ এসে যদি তাকে হামলা করে হারিয়ে দেয়, তাহলে যে-অস্ত্রশস্ত্রের ওপর সে ভরসা করেছিলো, অন্য লোকটি সেগুলো কেড়ে নেয় আর লুট করা জিনিসগুলো ভাগ করে নেয়। (২৩) যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে। যে আমার সাথে কুড়ায় না, সে ছড়ায়।

(২৪) কোনো ভূত যখন কোনো লোকের ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়, তখন সে শুকনো জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করে বিশ্রামের জন্য স্থান খুঁজতে থাকে। পরে তা না পেয়ে সে বলে, ‘আমি যে-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি, আবার সেই ঘরেই ফিরে যাবো।’ (২৫) সে ফিরে এসে সেই ঘরটি খালি, পরিষ্কার এবং সাজানো দেখতে পায়। (২৬) তখন সে গিয়ে নিজের চেয়েও খারাপ অন্য আরো সাতটি ভূত সাথে নিয়ে আসে এবং সেখানে ঢুকে বাস করতে থাকে। তার ফলে সেই লোকটির প্রথম অবস্থা থেকে পরের অবস্থা আরো খারাপ হয়।’ (২৭) তিনি যখন এসব কথা বলছিলেন, তখন ভিড়ের মধ্য থেকে এক মহিলা চিৎকার করে বললো, “ভাগ্যবতী সেই মহিলা, যিনি আপনাকে গর্ভে ধরেছেন এবং বুকের দুধ খাইয়েছেন।”

(২৮) কিন্তু তিনি বললেন, “এর চেয়ে বরং ভাগ্যবান তারা, যারা আল্লাহর কালাম শোনে এবং সেই অনুসারে কাজ করে।”

(২৯) লোকের ভিড় বাড়তে থাকলে তিনি বলতে শুরু করলেন, “এ-কালের লোকেরা খারাপ। তারা চিহ্ন হিসেবে মোজেজার খোঁজ করে। কিন্তু হযরত ইউনুস আ. এর চিহ্ন ছাড়া আর কোনো চিহ্নই তাদের দেখানো হবে না। (৩০) নিনবি শহরের লোকদের জন্য হযরত ইউনুস আ. যেমন নিজেই চিহ্ন হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করে এ-কালের লোকদের জন্য ইবনুল-ইনসানই চিহ্ন হবেন।

(৩১) কেয়ামতের দিন দক্ষিণের রানী উঠে এ-কালের লোকদের দোষ দেখিয়ে দেবে। কারণ বাদশা সোলায়মানের মহাজ্ঞানের কথা শোনার জন্য সে দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে এসেছিলো। আর দেখো, এখানে সোলায়মানের চেয়েও মহান একজন আছেন। (৩২) কেয়ামতের দিন নিনবি শহরের লোকেরা উঠে এ-কালের লোকদের দোষী করবে। কারণ হযরত ইউনুস আ.র প্রচারের ফলে তারা তওবা করেছিলো। আর দেখো, এখানে হযরত ইউনুস আ.-র চেয়ে মহান একজন আছেন।

(৩৩) কেউ বাতি জ্বলে কোনো গোপন জায়গায় বা ঝুড়ির নিচে রাখে না বরং বাতিদানির ওপরেই রাখে, যেনো যারা ভেতরে ঢোকে তারা আলো দেখতে পায়।

(৩৪) তোমার চোখ তোমার শরীরের বাতি। তোমার চোখ যদি ভালো হয়, তাহলে তোমার গোটা শরীরই আলোতে পূর্ণ হবে। কিন্তু তা যদি ভালো না থাকে, তাহলে তোমার শরীরও অন্ধকারে পূর্ণ হবে।

(৩৫) সুতরাং দেখো, যে-আলো তোমার ভেতরে আছে তা যেনো অন্ধকার না হয়। (৩৬) তোমার গোটা শরীর যদি আলোয় পূর্ণ হয় এবং একটুও অন্ধকার না থাকে, তাহলে তা সম্পূর্ণ আলোকিত হবে, ঠিক যেমন বাতির আলো তোমার ওপরে পড়লে তোমার শরীর আলোকিত হয়।”

(৩৭) তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন এক ফরিসি তাঁকে তার সাথে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। সুতরাং তিনি ভেতরে গিয়ে খেতে বসলেন। (৩৮) খাওয়ার আগে তিনি হাত ধুলেন না দেখে সেই ফরিসি অবাক হলেন। (৩৯) তখন হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, “তাহলে শোনো, তোমরা ফরিসিরা খালাবাটির বাইরের দিক পরিষ্কার করে থাকো কিন্তু তোমাদের ভেতরটা

লোভ ও স্বার্থপরতায় পূর্ণ। (৪০)তোমরা মূর্খ! যিনি বাইরের দিক তৈরি করেছেন, তিনি কি ভেতরের দিকও তৈরি করেননি?
(৪১)ভেতরে যা আছে তা-ই বরং ভিক্ষার মতো দান করো; তোমাদের জন্য সবকিছুই পাকসাঁফ করা হবে।

(৪২)ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা আল্লাহকে পুদিনা, তেজপাতা ও সবরকমের শাকের দশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে থাকো কিন্তু ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি মহব্বতের দিকে মনোযোগ দাও না। ন্যায়বিচার ও আল্লাহর প্রতি মহব্বতের দিকে মনোযোগী হওয়ার সাথে সাথে ওগুলোও তোমাদের পালন করা উচিত। (৪৩)ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা সিনাগোগের সম্মানের আসনে বসতে এবং হাটবাজারে সালাম পেতে ভালোবাসো। (৪৪)ফরিসিরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা তো চিহ্ন না দেয়া কবরের মতো; লোকে না জেনে তার ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।”

(৪৫)তখন আলিমদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, “হুজুর, এই কথাগুলো বলে আপনি আমাদেরও অপমান করছেন।”
(৪৬)তিনি বললেন, “আলিমরা, লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা লোকদের ওপর ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাকো কিন্তু তাদের সাহায্য করার জন্য নিজেরা একটি আঙুলও নাড়াও না। (৪৭)লানত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা নবিদের কবর নতুন করে গেঁথে থাকো। তোমাদের পূর্বপুরুষেরাই তো তাদের হত্যা করেছিলো। (৪৮)সুতরাং তোমরাই তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজের সাক্ষী এবং তোমরাই তা অনুমোদন করছো। তারা হত্যা করেছে আর তোমরা কবর গাঁথছো।

(৪৯)এজন্য আল্লাহর মহাজ্ঞান বলছে, আমি তাদের কাছে নবি ও রাসুলদের পাঠিয়ে দেবো। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তারা হত্যা করবে ও অন্যদের ওপর নির্যাতন চালাবে, (৫০)যেনো পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে যতো নবিকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের রক্তের দায় তাদের ওপরে বর্তায়- (৫১)হযরত হাবিল আ.-র রক্ত থেকে শুরু করে হযরত জাকারিয়া আ., যাকে কোরবানি দেবার স্থান ও পবিত্রস্থানের মাঝখানে হত্যা করা হয়েছিলো, তার রক্ত পর্যন্ত- হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, এ-কালের লোকেরাই এর জন্য দায়ী হবে। (৫২)আলিমরা, লা’ নত তোমাদের ওপর! কারণ তোমরা জ্ঞানের চাবি সরিয়ে নিয়েছো; তোমরা নিজেরাও ভেতরে ঢোকো না আর যারা ঢুকতে চায়, তাদেরকেও ঢুকতে দাও না।”

(৫৩)যখন তিনি বাইরে গেলেন, তখন আলিমরা ও ফরিসিরা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তারা নানা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকলেন আর অপেক্ষা করতে থাকলেন, (৫৪)যেনো তাঁকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলতে পারেন।